সমকাল সংবাদ

SAMOKAL SAMBAD Fortnightly

Vol - 2. Issue - 30. সোমবার. ৩০ মার্চ ২০২৬. RNI NO - WBBEN/2023/87762 Rs - 3 টাকা

ভাইরাল

সারি সারি গাড়ির উপর আছড়ে পড়ল তুষারধস

কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। মুহূর্তের মধ্যেই জোজি-লা গিরিপথে আছড়ে পড়ল বিশাল বিশাল বরফের চাঁই। শুক্রবার বিকেলে জোজি-লার জিরো পয়েন্ট এবং মিনিমার্গের মধ্যবর্তী অংশে তুষারধসের ফলে চাপা পড়ে যায় যানবাহন। সেই ভয় ধরানো ভিডিয়োটি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তা ভাইরাল হয়। যদিও এই ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি সমকাল সংবাদ । ভাইরাল সেই ভিডিয়োয় ধরা পড়েছে তুষারধসের মুহূর্তটি। বিশাল তুষারধস নেমে এসে বরফে ঢাকা রাস্তার ওপর থাকা একাধিক যানবাহনকে চাপা দেয়। রাস্তাটি সঙ্কীর্ণ হওয়ার কারণে যানবাহনগুলি ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। ভিডিয়োটি 'সুরজিৎঘোষ২' নামের একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট করা হয়েছে।

টুকরো খবর

হাতে আলুর মালা নিয়ে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী

পান্ডুয়ায় অভিনব কায়দায় প্রচারে নামলেন বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার। হাতে আলুর মালা নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। অতিরিক্ত ফলন সত্ত্বেও আলুর দাম না পাওয়ায় চাষিদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে তুষারের অভিযোগ, কৃষকদের কথা ভাবছে না সরকার, ফলে দেনার চাপে দিশেহারা চাষিরা।

ভাঙড়, বেলদা অশান্তি নিয়ে সিইও মনোজ

রানাঘাটের ঘটনায় রিপোর্ট এসেছে। আমরা কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছি। এফআইআর করতে বলেছি। ডিজি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। ২ জন অভিযুক্ত আছে। ভাঙড়, বেলদা, সব শান্ত হয়ে যাবে। অবজার্ভারদের বৈঠক ইসি করেছে। আমি উপস্থিত ছিলাম। যা বলার বলা হয়েছে: সিইও মনোজ আগরওয়াল

রাজনীতি ছেড়ে দেব

বলছে ৩০০০ টাকা করে নাকি বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেবে। বিজেপির মুরোদ থাকলে ১৫টা বিজেপি শাসিত রাজ্যে ১৫০০ টাকা করে দিয়ে দেখাক, দিলে আবারও বলছি রাজনীতি ছেড়ে দেব। এরা দেয় না, নেয়। রান্নার গ্যাস থেকে টাকা তোলে। যেই টাকা ওরা নিচ্ছে, সেই টাকাই ফিরিয়ে দিচ্ছে দিদি: অভিষেক

মানুষের চোখের জল বৃথা যায় না

মানুষের চোখের জল বৃথা যায় না। পাপের ঘড়া পূর্ণ, এবার বিজেপি শূন্য। এদের কোনও বুথে জায়গা দেবেন না। পদ্ম ফুলে দিলে ছাপ, ঘরে ঢুকবে কেউটে সাপ: অভিষেক

ভোট মিটলেই গ্যাস ২,০০০ টাকা!

যে দিন বাংলার নির্বাচন শেষ হবে, পরের দিনই রান্নার গ্যাস ২,০০০ টাকা আর পেট্রল-ডিজেল ২০০ টাকা করে দেবে মোদী সরকার।

মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিচ্ছে, হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাবে

সমকাল সংবাদদাতা: রাজ্য বিধানসভা ভোটের আবহে ইতিমধ্যে একটি অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বেরিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতেই পারছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ ঠিকমতো মানছে না কমিশন। কেউ জানতেই পারছে না কার নাম আছে, আর কার নাম বাদ গেছে। মমতার কটাক্ষ, মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিচ্ছে!

শুক্রবার অন্ডালে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে মমতা একযোগে নিশানা করেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, সব নাম বাদ দিয়েছে। এখনও লিস্ট বের করেনি। প্রথম অতিরিক্ত তালিকা আমরা এখনও হাতে পাইনি। এটা গণতন্ত্রের হত্যা, গণতন্ত্রের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

এসআইআর প্রসঙ্গে মমতার সংযোজন, ৫০ শতাংশের বেশি নাম দেখে দেখে বাদ দেওয়া হয়েছে। একদিন মানুষ এর কৈফিয়ত চাইবে। বুকের পাটা থাকলে আগে লিস্ট বের করুক। মানুষকে জানতে দিক কার নাম আছে, কার নেই। মমতার কটাক্ষ, এইভাবে চলতে থাকলে এরা৪হিটলারের শাসনকেও ছাড়িয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশনকে তুলোধনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, গোটা সিস্টেমটাই ভ্যানিশিং ওয়াশিং মেশিন হয়ে গেছে। মানুষের অধিকারই ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। বিজেপি বেছে বেছে কয়েক লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। এটা কি বিজেপির জমিদারি, দেশের জমিদার ওরা? প্রশ্ন তাঁর। তিনি এও স্পষ্ট করেন, দেশকে বেচে দিয়েছে মোদী সরকার আর এখন লোকের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোট করতে চাইছে। মমতার হুঁশিয়ারি

- ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, মানুষ এর জবাব দেবেই।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে দেশে জ্বালানি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই আবহে এলপিজি সরবরাহ নিয়েও এদিন কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা - পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত রান্নার গ্যাস রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে না।

বলেন, ভোটের সময় ভিনরাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রাজ্যে আসবেন। তাঁদের রান্নার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষের গ্যাসের জোগানে কোনও সমস্যা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাও করেন। তাঁর বক্তব্য, আগে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানো উচিত।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রভাব সত্ত্বেও দেশে এলপিজি বা জ্বালানির কোনও ঘাটতি তৈরি হবে না। পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলেই আশ্বস্ত করা হয়েছে। তবুও রাজ্যের স্বার্থে সরবরাহ নিশ্চিত করতে আগাম সতর্ক অবস্থান নিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

চূড়ান্ত-অতিরিক্ত তালিকায় নাম আছে! পুরনো ভোটার কার্ডের কী হবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত বছর নভেম্বর মাসে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতেই চলমান সব ভোটার কার্ড বাতিল করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তখন থেকেই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে, রাজ্য বিধানসভা ভোটে তাঁদের ভোটার কার্ডগুলি কি আর কাজে লাগবে না, নাকি সেগুলি ইতিহাসই হয়ে যাবে। কারণ এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে নতুন ভোটার কার্ড দেওয়া হবে কিনা, সে ব্যাপারে কিছুই জানায়নি কমিশন। এতদিন পর্যন্তও বিষয়টি নিয়ে ধন্দই ছিল। তবে কমিশন সূত্রে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সব সন্দেহের অবসান ঘটবে।

এই মুহূর্তে নতুন ভোটার কার্ড ইস্যু করার কোনও পরিকল্পনা নেই নির্বাচন কমিশনের। অর্থাৎ পুরনো ভোটার কার্ডেই ভোট দেওয়া যাবে। যদিও এই সুবিধা সকলে পাবেন না! কাদের কোনও চিন্তা নেই, আর কাদের ভোট দিতে গিয়ে আরও ঝক্কি পোহাতে হবে, সেটাও আপাতত স্পষ্ট হয়েছে।

কাদের লাগবে না নতুন ভোটার কার্ড

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর গত ২৩ তারিখ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রথম অতিরিক্ত তালিকা বের করা হয়। কমিশন সূত্রে খবর, এই দুই তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের নতুন করে ভোটার কার্ড লাগবে না। অর্থাৎ পুরনো ভোটার কার্ডই আবার সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে তাঁদের জন্য। পরবর্তী স্বেকটি অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হবে সেখানেও যাঁদের নাম থাকবে তাঁদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

কাদের এখনও চিন্তা

নির্বাচন কমিশনের সূত্র বলছে, কোনও ভোটার ডিলিটেড হয়ে গেলে তাঁর কার্ডের তথ্যও মুছে যায়, তার কোনও অস্বস্তি থাকে না। কিন্তু এই ধরনের কোনও ভোটার যদি ট্রাইব্যুনালে গিয়ে নিজেদের প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তাঁদের নাম উঠবে। সেক্ষেত্রে নতুন ভোটার কার্ড ইস্যু করা হবে কিনা, তা নিয়ে এখনও ভাবছে কমিশন। ডেটা সার্ভারের ব্যাক-এন্ডে গিয়ে যদি সেই ভোটারের তথ্য মেলে তাহলে হয়তো নতুন করে ভোটার কার্ড ইস্যু করতে হবে না।

নতুন ভোটার

প্রতি নির্বাচনের আগেই বহু সংখ্যক নতুন ভোটার ফর্ম-৬ ফিল-আপ করেন ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম তোলার জন্য। এবারের নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের ভোটারদের নতুন ভোটার কার্ড ইস্যু করা হবে স্বাভাবিক নিয়মেই। এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনের সূত্র।

এতএব, যাঁদের নাম চূড়ান্ত এবং অতিরিক্ত ভোটার তালিকায় রয়েছে তাঁদের আদতে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। শুধু নিশ্চিত করতে হবে, দোটানার মধ্যে পড়ে কেউ যেন পুরনো ভোটার কার্ডটি ফেলে না দেন!

কড়া নাড়ছে ভোট, ভাগ্য পরখ করতে বড়মার দুয়ারে প্রার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোটের ভাগ্য নির্ধারণে আস্থা বড়মায়। তাই প্রচার শুরুর আগে নৈহাটির বড়মা দর্শনে ছুটছেন তৃণমূল, বিজেপির সাধারণ প্রার্থী থেকে তারকা প্রার্থীরা। কার ভাগ্যে জয়ের সার্টিফিকেট জুটবে তা জনতা জনার্দন ঠিক করলেও, বড়মার আশীর্বাদ নিতে কেউ কসুর করছেন না। প্রত্যেকের আশা বড়মার আশীর্বাদ সঙ্গে থাকলে তাঁদের জয় কেউ আটকাতে পারবে না।

মানুষের বিশ্বাস, বড়মার কাছে মানত করলে মা কাউকে খালি হাতে ফেরান না। তাই নিত্যদিন বড়মার পুজো দিতে যেমন সাধারণ মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন, তেমনই ভোট বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা। ভোটপ্রার্থীদেরও অন্যতম ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে বড়মার মন্দির। উদ্দেশ্য একটাই, বড়মার আশীর্বাদ নিয়ে জয়কে সুনিশ্চিত করা। বড়মার মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এক সপ্তাহের মধ্যে তৃণমূল এবং বিজেপির আটজন প্রার্থী এখনও পর্যন্ত বড়মার মন্দিরে এসে পুজো দিয়েছেন।

শুধুমাত্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নয়, অন্য জেলা থেকেও প্রার্থীরা হাজির হচ্ছেন বড়মার পুজো দিতে তালিকায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর নৈহাটির বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বী নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। আবার তৃণমূলের ছাত্রনেতা তথা নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, তৃণমূলের তারকা প্রার্থী বরাহনগরের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, চাকদহের তৃণমূল প্রার্থী শুভঙ্কর সিং, চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী তথা দলের আইটি সেলের ইনচার্জ দেবাংশু ভট্টাচার্যর মতো নেতারাও পুজো দিয়ে গিয়েছেন। গত রবিবার এসে পুজো দিয়ে গিয়েছেন বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সোমবার মন্দিরে এসে পুজো দেন পানিহাটির তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ।

বড়মা মন্দির কমিটির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য বলেন, বড়মা সবার। যে কেউ আসতে পারেন। ইতিমধ্যে আটজন প্রার্থী বড়মার পুজো দেওয়ার জন্য মন্দিরে এসেছেন। তাঁরা তাঁদের মনের ইচ্ছে মাকে জানিয়েছেন। বাকিটা মা-ই জানে। গত কয়েক বছরে বড়মার খ্যাতি নৈহাটির বাইরে রাজ্য পেরিয়ে দেশবিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন অরবিন্দ রোডের বড়মার মন্দিরে পুজো দিতে। অনলাইনেও বড়মার পুজো নেওয়া হয়। কালীপুজোর সময়ে কয়েকটা দিন মানুষের ভিড় সামলাতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে। কে জানে মানুষের ভিড়ে কোন কেন্দ্রের জন্য কোন প্রার্থীর ভাগ্যে মিরাকল ঘটাবেন বড়মা।

সরকারি কর্মীর ঘাটতি রাজ্যে! ভোটের ডিউটি নিয়ে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাম্প্রতিক সময়ে বহু সরকারি শিক্ষক চাকরি হারিয়েছিলেন দুর্নীতি মামলার জেরে। এই আবহে রাজ্যে সরকারি কর্মীদের সংখ্যা কমেছে। এদিকে ভোটের আবহে সরকারি কর্মী কম থাকায় এবার নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। এবার চিকিৎসকদেরও ভোটের কাজে ব্যবহার করা হবে। এই আবহে ভোটে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগের চিঠি গিয়েছে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নামেও। এরই সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, বেশ কয়েকজন চাকরিহারা শিক্ষকের ভোটের ডিউটি দেওয়া হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে অবশ্য কমিশনের সাফাই, আগের তথ্য অনুযায়ী হয়ত চাকরিহারা শিক্ষকদের কয়েকজনকে বহাল করা হয়ে থাকতে পারে ভোটের দায়িত্বে।

জানা যায়, গত সোমবার আরামবাগের প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের ৪৯ জন চিকিৎসককে ভোটের কাজে যোগদানের জন্য চিঠি পাঠায় কমিশন। এদিকে ভোটের দায়িত্ব পালন করতে চিকিৎসকরা চলে গেলে, হাসপাতালগুলিতে রোগী পরিষেবা আরও ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনিতেই সরকারি হাসপাতালে রোগীর চাপ অনেক বেশি। তার ওপর ভোটের সময় চিকিৎসকদের দায়িত্ব পালন করতে যেতে হলে পরিস্থিতি আরও বেসামাল হয়ে পড়তে পারে। এই নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। এই আবহে অবশ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, চিকিৎসকদের ভোটের দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই সরকারি কর্মীদের ওপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, একাধিক পদে বদলিও করেছে কমিশন। দিন কয়েক আগে নির্বাচন কমিশন নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে সরিয়ে দেয়। তাঁদের বদলে যাঁদের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বেশিরভাগই মহকুমাশাসক বা এসডিও। এর আগে বিগত নির্বাচনগুলিতে রাজ্যের অনুরোধ মেনে জেলাশাসকদেরই রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে আসছিল কমিশন। উল্লেখ্য, অন্যান্য রাজ্যে মহকুমা শাসক বা সমমর্যাদার আধিকারিকদেরই রিটার্নিং অফিসার করা হয়ে থাকে।

এর আগে ভোট নির্ঘণ্টের পরপরই একাধিক পুলিশ আধিকারিক এবং আমলাকে বদলি করে নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ মধ্যরাত থেকেই পুলিশ প্রশাসনে রদবদল শুরু করেছিল নির্বাচন কমিশন। প্রথমে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পদে রদবলদ করা হয় রবিবার রাতেই। পরে রাজ্যের ডিজিপি এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদে রদবদল করে কমিশন। পীযুষ পাণ্ডের জায়গায় নতুন ডিজি করা হয় সিদ্ধিনাথ গুপ্তকে। এবং সুপ্রতিম সরকারের বদলে কলকাতা পুলিশের নয়া কমিশনার হন অজয় নন্দ।

এরপর কলকাতার ডিসি (সেন্ট্রাল) পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে। এরই সঙ্গে রাজ্যের ১২ জায়গায় পুলিশ সুপারকেও পাল্টে দেয় নির্বাচন কমিশন। বীরভূম, ডায়মন্ড হারবার, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, মালদার পুলিশ সুপাররা এই তালিকায় রয়েছেন। এরপর ১৮ মার্চ নয়া নির্দেশিকা জারি করে পাঁচ ডিআইজি, দুই পুলিশ কমিশনার এবং একঝাঁক জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়া হয়। রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি এবং প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজিদের সরিয়ে দেওয়া হয়। ১১ জেলার জেলাশাসকদের সরানো হয়েছিল। বিধাননগর এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর মুরলীধর শর্মা, আকাশ মাঘারিয়া, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের মতো একাধিক আইপিএসকে অন্যত্র বহাল করেছিল রাজ্য সরকার। তবে সেই নিয়োগ বাতিল করে ভিনরাজ্যের ভোটে অবজার্ভার করে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

ভোটের আগে কলকাতায় বেনজির নিরাপত্তা, প্রতি বিধানসভায় ৯ নাকা চেকপোস্ট

সমকাল সংবাদ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহরজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন । কলকাতা পুলিশের প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত নাকা চেকপোস্ট বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো বাড়তি চেকপোস্ট বসানোর কাজ শুরু করেছে লালবাজার।

তিনগুণ বাড়ছে চেকপোস্ট

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের নির্বাচনের তুলনায় এবার চেকপোস্টের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো হচ্ছে । আগে যেখানে প্রতি বিধানসভা এলাকায় তিনটি করে চেকপোস্ট ছিল, সেখানে এবার প্রতিটি কেন্দ্রে অন্তত নয়টি করে নাকা চেকপোস্ট তৈরি করা হবে ।

পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ‘কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী শহরজুড়ে টহলদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন যানবাহনে কড়া নজরদারি চালানো হবে । এই কাজে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে ।চ প্রতিটি নাকা চেকপোস্ট তৈরি করা হবে ব্যস্ত রাস্তায়, যেখানে সারাদিন ধরে যান চলাচল করে । সেখানে স্পষ্টভাবেনাকা চেকপোস্ট লেখা ব্যানার থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট থানার নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় পুরো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে ।

কারা থাকবেন বিশেষ তল্লাশি দলে

প্রতিটি চেকপোস্ট পরিচালনা করবে একটি বিশেষ নজরদারি দল । লালবাজার সূত্রের খবর, দলের নেতৃত্বে থাকবেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। আর দলে থাকবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর অন্তত চারজন জওয়ান, কলকাতা পুলিশের এক সহকারী আধিকারিক ও দুজন কনস্টেবল। সমস্ত তল্লাশি ও নজরদারির কাজ ভিডিয়োতে নথিভুক্ত করা হবে। তল্লাশির সময় মূলত বেআইনি নগদ টাকা, অস্ত্র ও মদের উপর বিশেষ নজর রাখা হবে ।

এছাড়াও প্রতিদিনের তল্লাশি ও নজরদারির রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে জমা দিতে হবে । এর ফলে নির্বাচনী খরচ ও বেআইনি কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন থানায় এই নজরদারি দলগুলি পালা করে কাজ শুরু করেছে । আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্যরা শহরে পৌঁছালে এই নজরদারি দিনরাত চলবে । বিশেষ করে বিধানসভা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে ।

লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

কলকাতা পুলিশের সমস্ত আধিকারিকদের এই নতুন ব্যবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । থানাগুলিকেও বলা হয়েছে, যাতে তারা নজরদারি দলগুলিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরিকাঠামো দেয় ।

পুলিশের এক কর্তার কথায়, ‘আমাদের প্রধান লক্ষ্য শহরে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা । কোনওরকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না ।চ

ভোটের আগে এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বাড়বে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।

শুটিং করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন

শুটিং করছিলেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দোপাধ্যায়। সেখানেই দুর্ঘটনায় চোখের পলকে তলিয়ে গেলেন অভিনেতা। রাহুলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউড।

সিপিএমকে নিয়ে সাবধানী, পুজো দিয়েই পানিহাটিতে প্রচার শুরু নির্যাতিতার মা-বাবার

সমকাল সংবাদ: প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর বৃহস্পতিবার থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে ভোট প্রচারে নেমে পড়লেন আরজি করের নির্যাতিতা তরুণীর মা। এ দিন নিজের পাড়াতেই কিছুক্ষণের জন্য প্রচার সারেন তিনি। ভোটে জিততে সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন আরজি করের ধর্ষিতা ও নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা। এ দিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হলেও গত কয়েকদিনের মতো সিপিএমকে নিয়ে অনেকটাই সাবধানী ছিলেন ওই দম্পতি।

গত সপ্তাহেই সিপিএমের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা। এ দিন অবশ্য সরাসরি কোনও আক্রমণে না গিয়ে পানিহাটির সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তকে নিজের সন্তানের সঙ্গে তুলনা করেন বিজেপি প্রার্থী। পরে তাঁদের নাটাগড়ের বাড়িতে এসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সিপিএমের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণে না গিয়ে তৃণমূলকে হারানোর ক্ষমতা একমাত্র বিজেপিরই আছে এই দাবি তুলে সিপিএমের কাছে ভোট ভাগ না করার আহ্বান জানান।

নির্যাতিতার মা প্রার্থী হওয়ার পরে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে বৃহস্পতিবার থেকেই প্রচারে নামার কথা জানিয়েছিলেন। এ দিন সকালেই বাবা-মা দুজনেই সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য অফিসে গিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলা বিজেপির সভাপতি চণ্ডীচরণ রায়। দুপুরে সোদপুর নাটাগড়ের পাঁচকড়ি সাধুখাঁ রোডে একটি অন্নপূর্ণা পুজোতে হাজির হন দুজনে। পুজো মণ্ডপে উপস্থিত সবাইকে বিজেপির নেতাকর্মীরা বলতে থাকেন, আপনারা নিশ্চয় আরজি করের ঘটনা ভুলে যাননি। মায়ের গলায় ছিল পদ্মফুলের প্রতীক আঁকা গেরুয়া উত্তরীয়।

নির্যাতিতার মা বলতে থাকেন, ‘মনের কষ্ট মনে আছে। বড় দায়িত্ব নিয়েছি। পানিহাটি পাশে থাকলে মানুষের জয় হবে। পানিহাটি জুড়ে জমা জল, আবর্জনা, রাস্তাঘাট ও অনুন্নয়নের অভিযোগ তোলেন তাঁরা। মিতা দাস নাম এক প্রৌঢ়া নির্যাতিতার মাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি জয়ী হবে। সংলগ্ন কয়েকটি বাড়িতে ভোট প্রচার সেরে দুপুরে বাড়ি ঢুকে যান তাঁরা।

বিকেলে নির্যাতিতার বাড়িতে হাজির হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দোতলার ঘরে গিয়ে মা-বাবার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট রণকৌশল ঠিক করতে রাজস্থান থেকে বিজেপির এক শীর্ষ নেতা চলে এসেছেন। নির্যাতিতার মা-বাবার সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর কথা হয়েছে। মহারাষ্ট্র থেকে আরও এক শীর্ষ নেতা আসছেন বলে খবর দলীয় সূত্রে।

সন্ধ্যায় নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, সে দিন নির্যাতিতার দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের আগে যে ভাবে তড়িঘড়ি শ্মশানে মরদেহের লাইন ভেঙে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার, হাসপাতাল সুপার, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ সকলেই জড়িত। সিবিআই মামলা হাতে নিলেও কলকাতা পুলিশ সমস্ত তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করেছিল। এর পরেই বিরোধী দলনেতা ২০১৯ থেকে পর পর কয়েকটি ভোটের পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন, তৃণমূলের বি টিম হয়ে কাজ করছে সিপিএম।

তাঁর কথায়, গত লোকসভা ভোটে দমদম থেকে সিপিএম প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের কারণেই তৃণমূল হারেনি। এ নিয়ে পানিহাটির সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত বলেন, যে বিজেপি হাথরস, উন্নাও-সহ ভিন রাজ্যের নারী নির্যাতনের বিচার দিতে পারেনি, সেই বিজেপি অভয়ারও বিচার দিতে পারবে না। তবে নির্যাতিতার মা আমার প্রশংসা বা কটাক্ষ যাই করুন, তা নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই।

পুলিশ অবর্জাভার ভাঙড়ে, দিনভর উদ্ধার বোমা-বন্দুক

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিধানসভা নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ভাঙড়, উদ্ধার হচ্ছে বোমা, বন্দুক। মঙ্গলবার পুলিশ অবজার্ভার ভাঙড় পরিদর্শনের সময়ই বোমা ও বন্দুক উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এ দিন সকালে ভাঙড়ের চণ্ডীহাট গ্রামে নুরুল মোল্লা নামে এক তৃণমূল কর্মীর দোকান থেকে তিনটি বোমা উদ্ধার হয়। আইএসএফের অভিযোগ, বিরোধীদের চমকানোর জন্য বোমা রেখে দিয়েছিলেন নুরুল মোল্লা। বিকেলে বামুনিয়া গ্রামে একটি ডোবা থেকে ৮০টির বেশি বোমা উদ্ধার হয়। যদিও সবক'টি বোমা জলে ভিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া গ্রাম থেকে একটি একনলা বন্দুক ও কয়েক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে এ দিন। এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ির পাশে পুকুর থেকে উদ্ধার হয় সেগুলি। কয়েকদিন আগেই ওই পুকুরের কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে গভীর রাতে তীব্র বিস্ফোরণ হয়। সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল এবং হাড়োয়ার বাসিন্দা মশিউর কাজি মারা যান। বিস্ফোরণে তাঁর দু'টি হাত উড়ে গিয়েছিল। সুজয় মণ্ডল নামে আরও এক আহত ব্যক্তি বামুনিয়ায় বোমা বাঁধার জন্য এসেছিলেন বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছেন। বসিরহাটের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুজয়কে গ্রেপ্তার করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। সূত্রের খবর ঘটনার রাতে একটি অ্যাম্বুল্যান্স করে আহতদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অ্যাম্বুল্যান্স চালক সুরাজ মোল্লাকেও গ্রেপ্তার করেছে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় এনআইএ-র তদন্তকারী দল দু'বার বামুনিয়ায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে। সেই ঘটনাস্থল মঙ্গলবার পরিদর্শন করেন রাজ্যের পুলিশ অবজার্ভার মনোজ কুমার। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি ভাঙড়ের কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, মাধবপুর, উত্তর কাশীপুর থানা পরিদর্শন করেন। প্রতিটি থানায় ভোটের আগে কত ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে, কত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে সব সম্পর্কে খোঁজ নেন।

গ্যাস সঙ্কটের আবহে ৫ লক্ষ ইন্ডাকশন আনছে সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা: দেশজুড়ে এলপিজি সরবরাহে অনিশ্চয়তার আবহে ই-রান্নার দিকেই ঝুঁকছে মানুষ। সেই বাড়তি চাহিদা সামাল দিতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনার্জি এফিশিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড । সরকারি সূত্রে খবর, ধাপে ধাপে প্রায় ৫ লক্ষ ইন্ডাকশন কুকস্টোভ কেনার জন্য নতুন টেন্ডার আনতে চলেছে সংস্থা।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে প্রভাব পড়েছে। তার জেরে বিকল্প হিসেবে ইন্ডাকশনের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যায়। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ইন্ডাকশন কেনার টেন্ডার দিয়েছে EESL। পাশাপাশি, ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ইন্ডাকশন-সামঞ্জস্যপূর্ণ বাসনপত্রের জন্যও টেন্ডার করা হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বাজারে চাহিদা 'অভূতপূর্ব' হারে বেড়েছে। বর্তমান সরবরাহ শেষ হলেই আরও বড় আকারে নতুন টেন্ডার ডাকা হবে।

২০২৩ সালে চালু হওয়া ন্যাশনাল ইলেকট্রিক কুকিং প্রোগ্রাম (NECP)-এর আওতায় ই-রান্না জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছে EESL। এই কর্মসূচি কেন্দ্রের 'Go Electric' প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংস্থার দাবি, ইন্ডাকশন ভিত্তিক রান্না এলপিজির তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত খরচ কমাতে পারে। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বাড়ায় এবং দূষণও কমায়।

বর্তমানে EESL প্রায় ১ লক্ষ ইন্ডাকশন বিভিন্ন রাজ্য সরকার, সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। পাশাপাশি, দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে একাধিক দেশীয় প্রস্তুতকারকের সঙ্গে এক বছরের চুক্তিও করেছে সংস্থা।

সব মিলিয়ে, জ্বালানি অনিশ্চয়তার সময়ে ই-রান্নাকে সামনে রেখে বিকল্প ব্যবস্থার দিকেই এগোতে চাইছে কেন্দ্র - যা ভবিষ্যতে দেশের রান্নার অভ্যাসে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, গ্যাসের পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, প্রধানমন্ত্রী জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পেট্রোল, ডিজেল এবং এভিয়েশন টার্বাইন ফুয়েল (ATF)-এর কোনও আকাল হবে না।

আরাবুল ইস্যুতে ফাটল ! আইএসএফের সঙ্গে জোট ভাঙার ইঙ্গিত, কড়া বার্তা সেলিমের

সমকাল সংবাদ: ভোটের আগে বিরোধী রাজনীতিতে নতুন জটিলতা ! আইএসএফের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে । আর সেই জটের কেন্দ্রে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামকে প্রার্থী করা । বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যেই কড়া বার্তা দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।

বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক বৈঠকে সেলিমের সাফ কথা, ‘সাম্প্রদায়িক হিংসা বা লুটেরাদের আমরা সমর্থন করি না । রিসাইকেল বিন রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না ।চ তাঁর অভিযোগ, যাঁদের বিরুদ্ধে অতীতে বাম কর্মীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে, তাঁদেরই দলবদল করিয়ে আইএসএফ প্রার্থী করছে । সরাসরি নাম না করলেও ইঙ্গিত ছিল ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের দিকেই ।

সিপিএমের অভিযোগ, আরাবুল ইসলাম ছাড়াও একাধিক আসনে তৃণমূল থেকে আগত নেতাদের প্রার্থী করেছে আইএসএফ । যার অন্যতম উদাহরণ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা বিধানসভার আইএসএফ প্রার্থী মফিদুল ইসলাম । শুধু তাই নয়, বাদুড়িয়া, অশোকনগর, আমডাঙ্গা আসনে প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ । অভিযোগ, এই সমস্ত বিধানসভাগুলোতে জোট প্রার্থীর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকীরা।

এই পরিস্থিতিতে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে । আলিমুদ্দিন সূত্রে ইঙ্গিত, শেষ মুহূর্তে সমঝোতা ভেস্তে গেলে তার দায় আইএসএফের ঘাড়েই চাপানো হতে পারে । ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট নিজেদের মতো করে প্রার্থী ঘোষণা শুরু করে দিয়েছে । বৃহস্পতিবার আরও ৭টি আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৪৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বামেরা ।

এদিন যে সাতটি আসনে বামেদের তরফে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি হল: জঙ্গিপুর কেন্দ্রে অলোক কুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জে আবুল হাসনাত, নাকাশিপাড়ায় শুক্লা সাহা, রানাঘাট উত্তর পশ্চিমে দেবাশিস চক্রবর্তী, রানাঘাট উত্তর পূর্ব (এসসি) মৃণাল বিশ্বাস, এগরায় সুব্রত পাণ্ডা, ময়ূরেশ্বরে জয়ন্ত ভাল্লা । এরা সাতজনই সিপিএমের।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে আইএসএফ আগেই তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা জানিয়ে দিয়েছিল । সেই তালিকার সঙ্গে বামেদের ঘোষণার সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ ও নদিয়ার নাকাশিপাড়া আসনে । দুই পক্ষই ওই আসনে প্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে । সেই সূত্রে বাম-আইএসএফ জোট নিয়েও অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

আসন সমঝোতা নিয়ে আইএসএফের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এদিন অন্য একটি ইস্যুতেও সরব হয়েছেন সেলিম । ট্রাইব্যুনাল ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যায় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে রেড ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে আইনি সহায়তার ঘোষণাও করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক । তাঁর বক্তব্য, ‘কোনও প্রকৃত ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য বিনামূল্যে আইনি সাহায্য দেওয়া হবে ।

সব মিলিয়ে, ভোটের আগেই বাম-আইএসএফ সম্পর্কের এই টানাপোড়েন বিরোধী রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে । এখন দেখার, শেষ মুহূর্তে আসন সমঝোতা হয়, নাকি জোটই ভেঙে যায় !

কলকাতার ৩১ থানা ও রাজ্যের ১৪২ থানায় ওসি, আইসি বদল

সমকাল সংবাদ: বিধানসভা ভোটের) আগে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বড় পুলিশ রদবদল করল নির্বাচন কমিশন। নবান্ন ছাড়া সাম্প্রতিক কালে রাজ্য পুলিশে এত বড় বদল আগে কখনও নির্বাচন কমিশন করেনি। হিসাব মতো শুধু কলকাতাতেই ৩১টি থানায় ওসি ও আইসি-কে সরিয়ে নতুন পুলিশ অফিসার বসাচ্ছে কমিশন। তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন কেন্দ্র ভবানীপুরও রয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যে বাকি থানাগুলির মধ্যে এদিন ১৪২টি-তে ওসি ও আইসি বদল করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচন কেন্দ্র ভবানীপুর এবং কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর নির্বাচন কেন্দ্র বহরমপুর।

নির্বাচন কমিশনের তরফে মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাজ্য যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। তার পর কমিশন এই ট্রান্সফার ও পোস্টিংয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে। অবিলম্বে নতুন অফিসারদের চার্জ নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন সাধারণত ভোটের আগে রদবদল করে থাকে, যাতে প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকে এবং কোনওভাবেই ভোট প্রক্রিয়ায় প্রভাব না পড়ে। দীর্ঘদিন একই জায়গায় থাকা অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে একসঙ্গে এত বড় রদবদল আগে কখনও দেখা যায়নি।

প্রশাসনিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত করতেই এই বড় পদক্ষেপ।

কেরলে সমস্যা হল না, বাংলাতেই কেন? ভোটার তালিকা নিয়ে মমতাকে সরাসরি প্রশ্ন অমিত শাহের

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাংলায় চলতি এসআইআর প্রক্রিয়া ও ভোটার তালিকা নিয়ে যখন লাগাতার নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন পাল্টা প্রশ্ন তুললেন অমিত শাহও । শনিবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সেই বৈঠকে তিনি নিজেই এসআইআর প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর কথায়, গোটা দেশে এসআইআর প্রক্রিয়া চলেছে। অবিজেপি রাজ্যেও হয়েছে। তামিলনাড়ু, কেরলে খুব সুষ্ঠুভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কাউকে আদালতে যেতে হয়নি। তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল কেন?

ভোটের আগে এসআইআর প্রক্রিয়াকে কার্যত বাংলা ও বাঙালির প্রতি আঘাত বলেই দেখাতে চেয়েছে তৃণমূল। ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়ার ঘটনায় কমিশনেরল বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সওয়ালও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর ভোটার তালিকা যাচাইয়ের জন্য জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে রেখেছিল তৃণমূল সরকার। জেলা শাসকরাও নির্ভীক ভাবে কাজ করতে পারেননি। সেই কারণেই

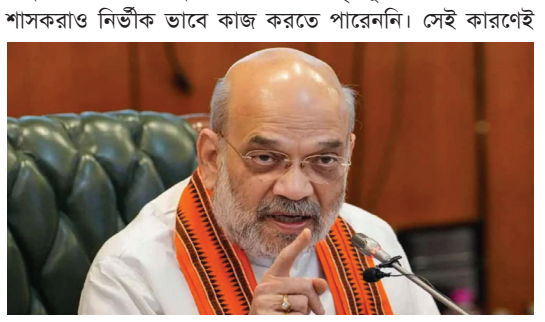

সুপ্রিম কোর্টকে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করতে হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, এসআইআর প্রক্রিয়ায় লজিকাল ডিস্ক্রিপেন্সি খাতে যে ৬০ লক্ষ আবেদন ঝুলে ছিল, তার মধ্যে অধিকাংশ নামই সংখ্যালঘু। দেখা যাচ্ছে, জুডিশিয়ালদের অফিসারদের যাচাইয়ের পর সংখ্যালঘু নামই বাদ যাচ্ছে বেশি। এখনও পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ নাম যাচাই করা গেছে।

এ ব্যাপারে অমিত শাহ এদিন বোঝাতে চান, নিচু তলার প্রশাসন ঠিক মতো কাজ করেনি বলেই এত সংখ্যায় লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি বেরিয়েছে।

তাঁর কথায়, আমি কথা দিচ্ছি, বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে শুধু ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া হবে তা নয়, বেছে বেছে প্রত্যেককে দেশ থেকেও বের করে দেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার প্রসঙ্গটিও তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি জানি অনুপ্রবেশ রোখার কথা বললেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন এটা বিএসএফের কাজ। কিন্তু বাস্তব হল, সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য জমির দরকার। সেই জমি অধিগ্রহণের কাজ রাজ্য সরকারক করছে না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এজন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র সচিব কলকাতায় এসে কথা বলেছেন। আমি চিঠি পাঠিয়েছি। কিন্তু তার পরেও জমি অধিগ্রহণ হয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে অধিগ্রহণের কাজ শেষ হবে।

অঙ্গ-কলিঙ্গের পর টার্গেট বঙ্গ! বাংলায় এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ‘চার্জশিট পেশ’ শাহের

সমকাল সংবাদ: বাংলায় এসে তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ৩৫ পাতার ‘চার্জশিট’ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিউ টাউনের হোটেল থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে শাহর এই চার্জশিট পেশ। অমিত শাহর কথায়, “আমাদের চার্জশিট নিয়ে তৃণমূল যতই বলুক, এটা বিজেপির চার্জশিট। আসলে এটা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের দেওয়া চার্জশিট। যেটার রূপ দিচ্ছে বিজেপি।” চার্জশিটে দুর্নীতি, নারী সুরক্ষা, শিল্প থেকে স্বাস্থ্য, ১৫ বছরে তৃণমূলে পারফরমেন্স তুলে ধরেন তিনি।

শাহ বলেন, “গোটা দেশের সুরক্ষা বাংলা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত। বাংলার মানুষকেই বাছতে হবে, ভয়কে বেছে নিতে হবে নাকি ভরসাকে। গত ১৫ বছর ধরে ভয়, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, বিভেদের রাজনীতি চলছে। বিজেপি ২০১১ সাল থেকেই এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, এবার বাংলার মানুষ বিজেপি সরকারই বানাবে।” সিন্ডিকেটরাজ, দুর্নীতির তো বটেই, তবে এদিনও শাহ প্রতিবারের মতো অনুপ্রবেশ ইস্যুর ওপরেই জোর দেন। তাঁর অভিযোগ, “অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এর থেকে তো বামেদের শাসন ভাল ছিল।”

অনুপ্রবেশ ইস্যু

শাহ এদিন স্পষ্ট করে দেন, বিজেপি-র এজেন্ডা অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো। শাহর কথায়, “কেবল ভোটার তালিকা থেকে নয়, দেশ থেকেই এক এক অনুপ্রবেশকারীদের বরে করে দেওয়ার জন্য আমরা সংকল্পবদ্ধ। এটা বাংলার মানুষকে নিশ্চিত করে বলে দিতে চাই। এটাই বিজেপি এজেন্ডা।” তিনি বলেন, “অনুপ্রবেশ কেবল দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় প্রশ্ন তেমনটা নয়, অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশের গরিব মানুষের ভাতেও থাবা বসাচ্ছে। তাই তাদের দেশ থেকে তাড়াবই।”

বিজেপি এলে ৪৫ দিনে ইঝঋ-কে জমি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এর আগেও এই একই অভিযোগ তুলেছেন শাহ। রাজ্য জমি দিচ্ছে না ইঝঋ-কে-এদিনও সেই অভিযোগই তোলেন। অনুপ্রবেশকারী প্রসঙ্গে শাহ বলেন, “এত অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে, মমতাজির সরকার কি ঘুমোচ্ছে? প্রশ্ন তুলবেন, বিএসএফ কী করছে? বিএসএফ তখনই কিছু করতে পারবে, যখন আপনি সীমান্তে বেড়া লাগাতে দেবেন। বিজেপি ক্ষমতায় আসার ১৫ দিনের মধ্যে সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি এ রাজ্যের বিজেপি সরকার কেন্দ্রকে দেবে।” শাহর কথায়, “বিজেপি তখনই ভূমিকা নিতে পারবে, যখন সীমান্তে কাঁটা তার বসানোর জন্য জমি দেয় রাজ্য। ৬০০ কিলোমিটার উন্মুক্ত রয়েছে। ৬ মাসে বিজেপি সরকার হবে বাংলায়। ৪৫ দিনের মধ্যে কাঁটা তার বসানোর জন্য যে জমির প্রয়োজন, সেটা ভারত সরকারকে বাংলার বিজেপি সরকার দেবে। অনুপ্রবেশকারীদের রোখা হবে।”

পরিসংখ্যান দিয়ে বিজেপির ভোট বৃদ্ধির তথ্য

বাংলায় বিজেপির ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার তথ্য দেন শাহ। ২০১৪ সালে ১৭ শতাংশ ভোট ছিল লোকসভা নির্বাচনে। আসন ২টি। ২০১৯ সালে বিজেপি ৪১ শতাংশ হয়, ১৮টা আসন পায়। ২০২৪ সালে বিজেপি ৩৯ শতাংশ ভোট পায়, আসন পায় ১২টি। শাহর কথায়, “এখানে বিজেপি ৪০ শতাংশ ভোট পাওয়ার একটা বেস তৈরি করে রেখেছে।” অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এখন বিজেপির ৪০ শতাংশ শেয়ার। বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যান নিয়ে শাহ বলেন, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১০ শতাংশ ভোট ছিল, তিনটি আসন পেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ২০২১ সালে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। ৭৭টি আসন পেয়েছে বিজেপি।

বাংলার ‘ভয়মুক্তির নির্বাচন’

শাহ বলেন, “এটা বাংলার মুক্তির নির্বাচন। বাংলার একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আর্টিফিসিয়াল ডেমোগ্রাফি পরিবর্তনের কারণে ভয়ে রয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, পাছে ওঁরা নিজের দেশেই না সংখ্যালঘু হয়ে যায়। এটা সম্মান, জীবনের গ্যারেন্টির নির্বাচন।”

‘ভিক্টিম কার্ড’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ভিক্টিম কার্ড’-এর রাজনীতি করেন বলে অভিযোগ করেছেন শাহ। শাহর কথায়, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই এখানে ভিক্টিম কার্ডের রাজনীতি খেলেন। কখনও পা ভেঙে ফেলেন, কখনও কপালে পট্টি বেঁধে নেন। কখনও অসুস্থ হয়ে পড়েন, কখনও আবার কমিশনের সামনে বেচারা সেজে, কমিশনকে গালি দেন। কিন্তু বাংলার মানুষ এই ভিক্টিম কার্ডের রাজনীতিকে খুব ভালো ভাবে বুঝে গিয়েছে। কমিশনকে গালি দেওয়া বাংলার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে।”

SIR বিতর্ক

এসআইআর-এ বাংলার পরিস্থিতি বলতে গিয়ে শাহ বলেন, “অনেক জায়গায় এসআইআর হচ্ছে, কোথাও কোনও জুডিশিয়াল অফিসারের প্রয়োজন পড়েনি। এই নির্বাচনের আবহেই তামিলনাড়ু, কেরলেও এসআইআর হয়েছে। কোনও কোর্টকেস হয়নি। তামিলনাড়ুতে উগক সরকার, কেরলে কমিউনিস্ট সরকার। বাংলায় এমন কী হল? সুপ্রিম কোর্টকে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করতে হল।”

‘বাংলায় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, অথচ মহিলারাই নিরাপদে নেই’

বাংলায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে সওয়াল করতে গিয়ে আরজি কর কাণ্ড থেকে সন্দেশখালি, কসবা ল’কলেজের ঘটনা-সবই ছুঁয়ে যান শাহ। তিনি বলেন, “বাংলায় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বাংলায় মহিলাদের অবস্থা গোটা দেশের মধ্যে সব থেকে খারাপ।” পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, “৩৪ হাজার ৭৩৮ টি মহিলাদের ওপর নির্যাতনের মামলা রয়েছে। তৃণমূলের কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা মহিলাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগের মামলায় প্রকাশ্যেই ‘রক্ষাকবচ’ দেওয়া হয়েছে। আরজি করের মামলায় যে অভিযুক্তদের উকিল, তাদের পুরস্কার স্বরূপ রাজ্যসভা দেওয়া হয়।”

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে এক সরকার আনার কথা বলেছেন শাহ। তাঁর কথায়, “অনেক বছর পর বাংলা বিহার ওড়িশায় একই দলের সরকার হতে চলেছে।” এদিনের কথায় শাহর মুখে একাধিকবার শুভেন্দু অধিকারীর নাম উঠে আসে, চার্জশিট পেশের সময়েও তিনি শুভেন্দুর কথা বলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কথায়, এটা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ।

জোট অতীত! ২৮৪ আসনে একাই লড়ছে কংগ্রেস, তালিকায় হেভিওয়েটরাও

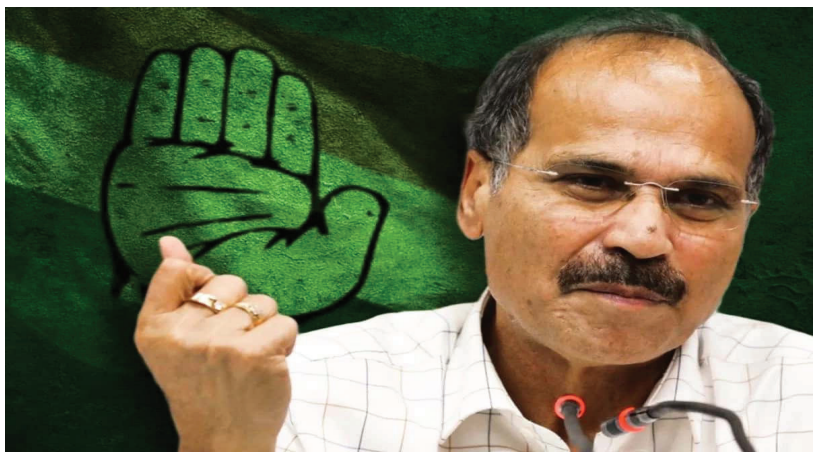

অসিম দেবনাথ: অবশেষে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২৮৪ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তারা। রবিবার বিকেলে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যাশা মতোই প্রার্থী করা হয়েছে অধীর রঞ্জন চৌধুরি এবং মৌসম নূরকে।

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে কেটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন। ইতিমধ্যেই ধাপে ধাপে নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বেশিরভাগ দল। ঘোষণার পরে শুরুতেই নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বামেরা। তারপরেই একে একে জানা যায় তৃণমূল এবং বিজেপি-র প্রার্থীদের নাম। যদিও, কংগ্রেসের তরফে প্রার্থী তালিকা নিয়ে ধিরে চলো নীতি নেওয়া হয়। অবশেষে একসঙ্গে ২৮৪ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে তারা। শনিবার এআইসিসি পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর ঘোষণা করেন, বাংলার আট আসন বাদে বাকি সব আসনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে।

প্রত্যাশামতই তালিকায় নাম রয়েছে বেশ কিছু হেভিওয়েট প্রার্থীর। পাঁচ বারের সাংসদ অধীর চৌধুরি লড়ছেন বহরমপুর আসনে। পাশাপাশি, মালতিপুরে প্রার্থী হয়েছেন সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে ঘরে ফেরা মৌসম নূর। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া থেকে ফের প্রার্থী হয়েছেন আলি ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর। কলকাতার বালিগঞ্জ আসনে প্রার্থী প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রর ছেলে রোহন মিত্র। রাসবিহারি আসনে লড়বেন আশুতোষ চ্যাটার্জি। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে লড়বেন প্রদীপ প্রসাদ।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করে কংগ্রেস। যদিও, জোট নিয়ে অসন্তোষ ছিল দুই দলের অন্দরেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে প্রদেশ নেতাদের বৈঠকেই একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বৈঠকে ছিলেন রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। কর্মী-সমর্থকদের চাহিদাকে মান্যতা দিয়েই একা লড়ার সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয় দলের তরফে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরেই অধীর চৌধুরির জায়গায় শুভঙ্কর সরকারকে প্রদেশ সভাপতি করা হয়। শুরু থেকেই একা লড়ার বিষয়ে ইঙ্গিত দেন শুভঙ্কর সরকার। নির্বাচন ঘোষণার আগেই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় জোট হচ্ছে না। এরপরেই, দলের অন্দরে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করার কাজ শুরু হয়। অবশেষে, দুই দশক পরে একাই নির্বাচনে লড়ছে কংগ্রেস।

হাওড়া ব্রিজে ভীম-চুটকি, ভোটপ্রচারে কমিশনের অভিনব পদক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ভোটের বার্তা ছড়াতে হাওড়ায় সাইকেল র‍্যালি হাওড়ায় রাজ্যে গণতন্ত্রের উৎসবের আগে ভোটারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গঙ্গাপাড়ের শহরজুড়ে দেখা গেল এক ভিন্ন মাত্রার উদ্যোগ। হাওড়ার প্রাণকেন্দ্র থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত সাইকেলের চাকা ঘুরিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে দেওয়া হল গণতান্ত্রিক অধিকারের বার্তা।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচারমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এই র‍্যালি শুরু হয় ঐতিহাসিক হাওড়া সেতুর পাদদেশ থেকে সেখান থেকে ধাপে ধাপে শহরের ব্যস্ত সড়ক পেরিয়ে অংশগ্রহণকারীরা পৌঁছন রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটে। সকাল থেকেই রঙিন প্ল্যাকার্ড, স্লোগান এবং উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল পুরো কর্মসূচি। র‍্যালিতে অংশ নেন ছাত্র, যুবক, প্রবীণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রত্যেকের হাতে ছিল সচেতনতামূলক বার্তা লেখা পোস্টার।

হাওড়া ব্রিজে এদিন এক অনন্য দৃশ্যও চোখে পড়ে হাতে পোস্টার আর মুখে হাসি নিয়ে পথ চলতি মানুষকে ভোটের গুরুত্ব বোঝায় ছোটা ভীম আর চুটকি। নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ উদ্যোগে প্রথমবার যারা ভোট দেবেন, সেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেল।

কোথাও লেখা ভোট দিন, নিজের অধিকার প্রয়োগ করুন, আবার কোথাও সচেতন নাগরিক, শক্তিশালী গণতন্ত্র- গঙ্গাপাড়ের শহরের এদিনের বাতাসে এই নতুন রূপ দেখতে লাগছিল বেশ আয়োজকদের একাংশ স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য কেবল প্রচার নয়, মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা। অনেকেই এখনও ভোটদানকে গুরুত্ব দেন না, সেই উদাসীনতা কাটাতেই এই প্রচেষ্টা।

অন্য এক কর্মকর্তা বলেন, “নতুন ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা এবং সকলকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই কর্মসূচি। পথে পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন অংশগ্রহণকারীরা। ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া, নাম নথিভুক্তির পদ্ধতি এবং নির্ভয়ে ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সরাসরি ব্যাখ্যা করা হয়। শহরের নানা প্রান্তে এই সাইকেল যাত্রা ঘিরে কৌতূহলও দেখা যায়। পথচলতি মানুষ থেমে শোনেন বার্তা, কেউ কেউ আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন র‍্যালিতে।

আয়োজকদের দাবি, এই ধরনের কর্মসূচি মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করছে। তাদের কথায়, “গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ জরুরি, এই বার্তাই আমরা পৌঁছে দিতে চাই। নর্বাচনের প্রাক্কালে এমন উদ্যোগ যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলেছে, তা স্পষ্ট। এখন দেখার, ভোটের দিন সেই উৎসাহ কতটা বাস্তব

অংশগ্রহণে প্রতিফলিত হয়। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল বাংলায় দুদফায় বিধানসভা ভোটগ্রহণ দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হাওড়ায় ফল ঘোষণা ৪ মে।

ভোট মিটলেই আরও ৭টা নতুন জেলা পেতে চলেছে বাংলা?

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোট মিটলেই আরও ৭টা নতুন জেলা পেতে চলেছে বাংলা? জল্পনা-প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এবার ভোটের মুখে ফের সেই কথা শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। ২০২২ সালে এক মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরেই নতুন সাত জেলার কথা শোনা গিয়েছিল মমতার মুখে। সেই সময়েই জানিয়েছিলেন নদিয়া জেলা ভেঙে রানাঘাট জেলা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ভেঙে ইছামতি ও বসিরহাট জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভেঙে সুন্দরবন জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলা ভেঙে বহরমপুর ও কান্দি জেলা এবং বাঁকুড়া জেলা ভেঙে বিষ্ণুপুর জেলা তৈরি

হতে পারে।

ভোটের মুখে কিছুদিন আগে তৃণমূলের তরফে ইস্তেহারও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানেও নতুন সাত জেলা তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মূলত প্রশাসনিক চাপ কমাতে, আরও উন্নতভাবে সরকারি পরিষেবা প্রদান করতে এই নতুন ৭ জেলার কথা বলা হয়েছে। ৭ জেলার তালিকায় থাকছে কান্দি, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর, সুন্দরবন, রানাঘাট, ইছামতী এবং বসিরহাট। তারপর থেকে তা নিয়ে চাপানউতোর তুঙ্গে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের সভা থেকে নতুন ৭ জেলার কথা বলার পাশাপাশি ফের একবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। সুর চড়ান এসআইআর নিয়ে। সুর চড়ান কমিশন থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে। তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তা, বাংলার বাড়ির, ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয় না। আগামীদিন সমস্ত কাঁচা বাড়ি পাকা করে দেব। একইসঙ্গে পানীয় জল নিয়েও দেন বড় প্রতিশ্রুতি। বলেন, “বাংলার সব বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। এক কোটি বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। বাকিগুলোও করে দেব। এবার দুয়ারে স্বাস্থ্য করব। আপনার গ্রামে ব্লকে চিকিৎসকরা আসবেন।” এর পরেই পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, “যখন আপনারা বিজেপির চক্রান্তকে রুখে দিয়ে প্রতিটি ভোট জোড়াফুলে দেবেন তখনই এগুলো আমরা করতে পারবো। বিজেপি চুরি করেছে কোটি কোটি টাকা। আর ভোটের আগে ৫০০ - ১০০০ টাকা গুঁজে দিচ্ছে। ওরা আপনাদের ভালো চায় না, শুধু নিজেদের ভালো চায়। দিল্লি থেকে বাবুরা আসছেন। আর মানুষকে ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। এক কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। বলেছিল সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে বেরোবে। এখনো চোখে দেখলাম না। তালিকা না পেলে মানুষ বুঝবে কী করে! বিজেপির মতো এত বজ্জাত, শয়তান, বুলডোজারি দেখিনি।”

মুসলিমদের উন্নয়ন করতে হাত ধরলেন ওয়াইসি-হুমায়ুন

নিজস্ব সংবাদদাতা: আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এআইএমআইএম-এর সঙ্গে জোট গড়লেন হুমায়ুন কবির। নয়া দল গড়ার পর থেকেই হুমায়ুন দাবি করে আসছিলেন, এআইএমআইএম-এর সঙ্গে তিনি জোট গড়বেন। এরই সঙ্গে আবার সিপিএমের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন তিনি। পরে নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গেও জোট বাঁধতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ফুরফুরা শরিফে গিয়েছিলেন হুমায়ুন। তবে হায়দরাবাদের দলটি এতদিন ধরে হুমায়ুনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়নি। তবে এবার ভোটের মুখে হুমায়ুনের দলের সঙ্গে জোট বাঁধল আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল। আজ ওয়াইসিকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন হুমায়ুন। আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে ‘বড় ভাই’ বলে সম্মোধন করেন তিনি।

হুমায়ুন জানিয়েছেন, আগামী ১ এপ্রিল থেকে জোটবদ্ধ ভাবে রাজনৈতিক সভা শুরু করবে তাঁর দল জনতা উন্নয়ন পার্টি এবং ওয়াইসির এআইএমআইএম। এর মধ্যে প্রথম সভা হবে হুমায়ুনের গড় ভরতপুরে। সেই সভায় লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত থাকবে বলে দাবি করেছেন হুমায়ুন কবির। সেই সভায় থাকবেন ওয়াইসি নিজেও। সব মিলিয়ে রাজ্যে প্রায় ২০টি সভা করার কথা ওয়াইসির। এদিকে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই ১৯০-১৯২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করবে নয়া জোট। এদিকে হুমায়ুনের সঙ্গে জোট বাঁধলেও ওয়াসির দল রাজ্যে কটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে, তা খোলসা করা হয়নি।

বদলে গেল মোহনবাগানের ISL-এর সূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভোটের কারণে আগেই পিছিয়ে গিয়েছিল এ বারের ওঝখ-এর কলকাতা ডার্বির দিনক্ষণ। এবার ফের সূচিতে বদল এল মোহনবাগান এসজি-এর আরও কয়েকটি ম্যাচে। মূল কারণ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক ও নিরাপত্তাজনিত প্রস্তুতি।

মোহনবাগানের পরের ম্যাচ রয়েছে ৪ এপ্রিল, জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে, যেটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। এর পর ১২ এপ্রিল ঘরের মাঠে নামবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড, প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। তবে এই ম্যাচে দর্শক সংখ্যা সীমিত রাখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ, কারণ ভোটের আগে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে।

এ বার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন দু'দফায়- ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। ফলে ভোটের আগেই ম্যাচ আয়োজন হলেও নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রশাসন। সেই কারণেই যুবভারতীতে ম্যাচ থাকলেও দর্শক উপস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হচ্ছে।

এ দিকে ২৬ এপ্রিল ইস্টার কাশি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। কিন্তু সেটিও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, ম্যাচটি এখন হবে ১২ মে। সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত কলকাতা ডার্বি নিয়ে। সূচি অনুযায়ী ৩ মে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল মোহনবাগান এসজি ও ইস্টবেঙ্গল এফসি-র। কিন্তু এই ম্যাচের ঠিক পরদিনই, অর্থাৎ ৪ মে, ঘোষণা হবে বিধানসভা নির্বাচনের ফল।

ফলে নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক কারণে ডার্বির দিন পাল্টাচ্ছে। তবে নতুন তারিখ এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়নি, যা নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে বাড়ছে উৎকণ্ঠা। ফেডারেশন সূত্র অবশ্য দাবি করেছিল, 'এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ৩ মে ডার্বির হবে না। তবে ফেডারেশনের হাতে সূচি বদলের দায়িত্ব নেই। আইএসএলের সব ক্লাব মিলে এ বারের সূচি তৈরি করে তারা ফেডারেশনকে জানিয়েছে। তাই কোনও রকম পরিবর্তন হলে নতুন করে ম্যাচের সূচি নির্ধারণ করবে আইএসএলের ক্লাব। ওরা সেই সূচি ফেডারেশনকে দিলে, সেটা ঘোষণা করা হবে।'

রাজ্য হ্যান্ডবলে দাপট কলকাতার, ট্রফি ধরে রাখল পুরুষ ও মহিলা দল

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্য হ্যান্ডবলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল সেন্ট্রাল কলকাতার মহিলা দল এবং ওয়েস্ট কলকাতার পুরুষ দল। ঠাকুরপুকুরের বিবেকানন্দ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ২১তম সিনিয়র স্টেট হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হলো সেন্ট্রাল কলকাতা। ফাইনালে তারা ২০-১১ গোলে জলপাইগুড়িকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখে। এই বিভাগে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে ওয়েস্ট কলকাতা ও নদিয়া।

পুরুষদের বিভাগেও উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের সাক্ষী থাকল দর্শকরা। ফাইনালে ওয়েস্ট কলকাতা ২৮-২৫ গোলে উত্তর ২৪ পরগনাকে পরাজিত করে আবারও চ্যাম্পিয়ন হয়। এই বিভাগে তৃতীয় স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং চতুর্থ স্থানে আলিপুরদুয়ার।

মহিলা বিভাগে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন সেন্ট্রাল কলকাতার মৌমিতা রায়। তাঁর সতীর্থ বিথিকা রাভা ফাইনালে ৮টি গুরুত্বপূর্ণ গোল করে সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পান। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির সোমা সেন সেরা গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

পুরুষদের বিভাগে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ওয়েস্ট কলকাতার তরুণ মাহাতো এবং সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছেন দেবাশীষ কর্মকার।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেই গঠিত হচ্ছে আসন্ন সিনিয়র জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার বাংলা দল। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বরেলিতে অনুষ্ঠিত হবে সেই টুর্নামেন্ট, যেখানে ১৪ সদস্যের দল নির্বাচন করা হবে।

এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৮টি এবং মহিলা বিভাগে ৯টি দল অংশ নেয়। সাম্প্রতিক সময়ে হ্যান্ডবল খেলায় সরকারি চাকরির সুযোগ বাড়ায় খেলাটির প্রতি আগ্রহও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেনাবাহিনী, ঈওঝখ, ঈজচখ, ইঝখ, কোস্টাল গার্ড, পোস্টাল ও পুলিশ বিভাগে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে।

রাজ্য হ্যান্ডবল সংস্থার টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান জিয়ারুল রহমান মণ্ডল জানিয়েছেন, চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্যের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই ভবিষ্যতে বাংলার হ্যান্ডবলে আরও ভালো মানের মহিলা খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আশাবাদী তিনি।

প্রাক্তন স্ত্রীর পর বর্তমান বান্ধবী, মাহিকাকে ১.৭ কোটির গাড়ি উপহার হার্দিকের

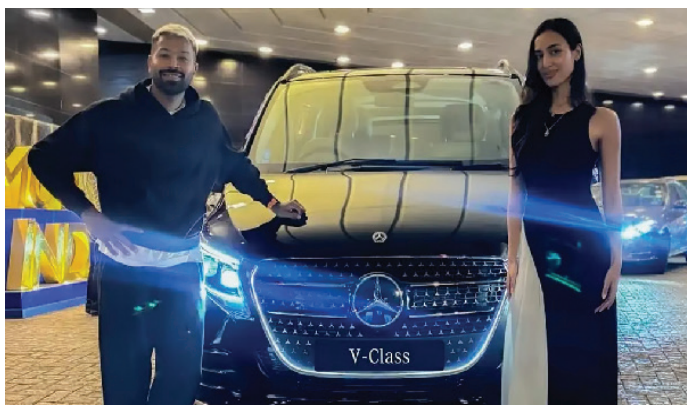

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিশ্বকাপের মাঝে হার্দিক পান্ডিয়া তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশ স্ট্যানকোভিচ ও পুত্র অগস্ত্যা পান্ডিয়াকে গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রাক্তন স্ত্রী-র প্রতি হার্দিকের দায়িত্ববোধ প্রশংসিত হয়েছিল। এ বার তিনি বর্তমান বান্ধবী মাহিকা শর্মাকে গাড়ি উপহার দিলেন। সদ্য তিনি মাহিকাকে ১.৭ কোটি টাকা দামের একটি মার্সিডিজ ঠ ক্লাস গাড়ি উপহার দেন।

২৯ মার্চ, রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায় হার্দিক ও মাহিকা একটি গাড়ি শোরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের পিছনে দাঁড় করানো মার্সিডিজ বেঞ্জ ভি ক্লাস। এই গাড়িটা সদ্য ভারতের লঞ্চ করেছে। সেটাই হার্দিক মাহিকাকে উপহার দিলেন, এটির দাম ১.৭ কোটি টাকা।

হার্দিকের গ্যারাজে একের পর এক নতুন গাড়ি

ভারতীয় ক্রিকেটারদের গাড়ির প্রতি ভালোবাসা নতুন নয়। তিনি অতীতে একাধিক গাড়ি কিনেছেন। বিশ্বকাপের সময়ে প্রাক্তন স্ত্রীকে গাড়ি উপহার দেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য একটা গাড়ি কেনেন। ১২ কোটি টাকা দিয়ে তিনি ফেরারি কেনেন। এ বার বান্ধবীকে গাড়ি উপহার দিলেন তিনি।

হার্দিক পান্ডিয়া সাক্ষাৎকারে জানান, তিনি ফেরারিতে হনুমান চালিশা চালান। চারিদিকে চিৎকার, ক্যামেরার ফ্লাশ থেকে বিরতি পেতে তাঁকে সাহায্য করে হনুমান চালিশা। সম্প্রতি একাধিক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে হার্দিক মুম্বইয়ের রাস্তায় নতুন ফেরারি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কম হওয়ায় একাধিক স্পিডব্রেকার পার করতে তাঁকে বেগও পেতে হয়। তিনি কিছুদিন আগে ওয়াংখেড়ের মাঠকর্মীদের আর্থিক পুরস্কার দেন। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সময়ে মাঠকর্মীরা তাঁকে সাহায্য করায় এই পুরস্কার দেন তিনি।

বর্তমানে কেরিয়ারে ভালো ছন্দে আছেন হার্দিক। বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ বার তিনি নামবেন IPL-এ। নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।

নয়া প্রতিভা খুঁজে আনাই লক্ষ্য, ছত্তিশগড়ে শুরু খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের খেলার মানচিত্রেও জায়গা করে নিতে চলেছে সেই শহর। দেশের পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ও উপজাতিদের নিয়ে এই প্রথম খেলো ইন্ডিয়া গেমস শুরু হতে চলেছে রায়পুরে। দেশের ৩০ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় ৩৮০০ জন ক্রীড়াবিদ সাতটা খেলায় দশ দিন ধরে পদক জয়ের লড়াই করবেন রায়পুর সহ রাজ্যের অন্য দুটি স্থান- জগদলপুর ও সারগুজায়। যার উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। ৪ এপ্রিল সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। কারণ তিনিও তো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

মঙ্গলবার দুপুরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় তৈরি অস্থায়ী মিডিয়া সেন্টারে প্রেস মিট করতে এসে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ক্রীড়ামন্ত্রী অরুণ সাওয়ের গলায় আবেগ। 'আমাদের রাজ্যে এর আগে ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক ম্যাচ কিংবা আইপিএল হলেও অলিম্পিক ধাঁচের এমন বিশাল ক্রীড়াযজ্ঞ হয়নি। এটা আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় খেলার ইভেন্ট।' এই গেমসের ম্যাসকট 'মোরভীর।' যা গর্বিত উপজাতির ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের প্রতিভূ।

এই গেমস নিয়ে উচ্ছ্বসিত আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী থেকে উঠে আসা ভারতীয় হকির কিংবদন্তি দিলীপ তিরকে, মেয়ে হকি টিমের ক্যাপ্টেন সালিমা টেটে ও বর্তমানে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের 'উসেইন বোল্ট' নামে পরিচিত অনিমেষ কুজুর। এক বার্তায় এঁরা বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের এটা একটা অনবদ্য প্রচেষ্টা। পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের দেশের খেলাধুলোর মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য এত ভালো মঞ্চ আর হয় না।'

গেমস শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগেই অবশ্য রায়পুরে হাজির অরুণাচল থেকে শুরু করে অন্ধ্রপ্রদেশের ফুটবল, হকি, সাঁতার, ওয়েটলিফ্টিং, তিরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স ও কুস্তি টিমের খেলোয়াড়েরা। মঙ্গলবার দুপুরে বল্লভভাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দেখা মিলল ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সফল প্রাক্তন তারকা ব্রুনো কুটিনহোর। বিজয়ন-ভাইচুংয়ের সঙ্গে ভারতীয় টিমে দাপিয়ে খেলা ব্রুনো কোচ হিসেবে এসেছেন গোয়া ফুটবল টিম নিয়ে। তিনি বলছিলেন, 'আমার এই টিমের অনামী-জুনিয়র আদিবাসী ছেলেরাই কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় টিমের তারকা হয়ে উঠবে। খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসের মঞ্চই তাদের সেই সুযোগ করে দেবে।'

ওড়িশা হকি টিম নিয়ে এসেছেন ভারতের আর এক প্রাক্তন হকি তারকা লাজারুস বার্লা। তিনিও তাঁর নতুন ছেলেদের নিয়ে গড়া টিম নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। আলাপ হলো রাণা দেবের সঙ্গে। ত্রিপুরার ওয়েটলিফ্টিং টিমের কোচ। যিনি সম্পর্কে আবার দেশের এক নম্বর জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের পিসতুতো দাদা। ভাইচুং ভুটিয়ার সিকিমের মেয়ে ফুটবল টিম নিয়ে এসেছেন লাকো ফুটি ভুটিয়া। বেমবেম দেবী, আশা দেবীদের সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল টিমে খেলা লাকো এখন সিকিমের মেয়ে ফুটবল টিমের কোচ। বলছিলেন, 'সিকিমে প্রচুর আদিবাসী মেয়ে এখন ফুটবল খেলে। তারা কতটা তৈরি, তার প্রমাণ দেবে খেলো ইন্ডিয়া গেমস।'

চোট নিয়ে খেলছেন সূর্যকুমার? 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে নামানোর কারণ ফাঁস MI কোচের

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৪ বছরের খরা কাটিয়ে জয় দিয়ে IPL-এ যাত্রা শুরু করেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রবিবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় পেয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ককজ-এর বোলারদের নিয়ে কার্যত ছিনিমিনি খেলেছেন রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটনরা। ছোট ক্যামিওতে নজর কেড়েছেন সূর্যকুমার যাদবও। কিন্তু তাঁকে নামানো হয় 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে। প্রথমে ফিল্ডিং করেননি তিনি। তবে কি চোট নিয়ে খেলছেন সূর্যকুমার? এই নিয়ে মুখ খুললেন মুম্বইয়ের হেড কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে।

সূর্যকুমারকে নিয়ে কী জানালেন মাহেলা জয়বর্ধনে?

টিম কম্বিনেশনের জন্য নয়, বরং একটা ছোট চোটের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিম ম্যানেজমেন্ট। সূর্যকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে বা তাড়াহুড়ো করতে চায়নি মুম্বই। তাই তাঁকে ফিল্ডিংয়ে না নামিয়ে শুধু ব্যাটিংয়ে ব্যবহার করা হয়। তাই এই ঘটনা নিয়ে অকারণে কোনও জল্পনা বাড়ুক, তা চান না জয়বর্ধনে। মুম্বইয়ের হেড কোচ স্পষ্ট বলেন, 'মুম্বই শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে দু'দিন অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল সূর্যকুমার। পেশির চোটে ভুগছিল ও, তবে সেটা গুরুতর ছিল না। তাই ফিল্ডিং এবং সব ধরনের প্র্যাকটিসই করছিল। পরের ম্যাচের আগে পাঁচ দিন সময় আছে, তবে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি। সূর্য নিজেও বলেছিল তিন-চার ওভারের জন্য ফিল্ডিংয়ে নামার কথা। তবে আমি ওকে বারণ করি। বাকি মরশুমের কথা ভেবে ওকে একটু বাড়তি সময় দিয়েছি।'

তবে তিনে ব্যাটিংয়ে নেমে ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন সূর্য। প্রথম বলেই মারেন বাউন্ডারি। শেষ পর্যন্ত আট বলে ১৬ রানের ছোট ক্যামিও খেলে আউট হন। তবে তখন মুম্বইয়ের জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

FSDL-কে টেক্কা, ISL-এর জন্য ২২০০ কোটির বিনিয়োগ, বদলাবে ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্র?

নিজস্ব সংবাদদাতা: এ বারের ISL আয়োজন ঘিরে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মনে এক দীর্ঘ দিনের উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা ছিল। টুর্নামেন্টটা হবে কি না, তা নিয়েই উঠে গিয়েছিল প্রশ্ন। কিন্তু সেই অন্ধকার সরিয়ে এ বার এসেছে আশার আলো। ভারতের ফুটবল লিগের মার্কেটিং ও ব্যবসায়িক দায়িত্ব যাবে নতুন হাতে। লন্ডনের জিনিয়াস স্পোর্টস আগামী ১৫ বছরের জন্য ওঝখ-এ ২২০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করতে চলেছে- এটি আগের সংস্থা FSDL-এর বার্ষিক অর্থের চেয়ে অনেক গুণ বেশি, যা দেশের ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

Owner Printer Publisher by ASHIM DEBNATH, from 43/68,Harisabha Road Extention,Nonachandanpukur, Barrack pore, North 24 Parganas
Pin 700122. Printed at Surnandan Printing Press, Rabindrapally,Baghajatin. kolkata - 700086, South 24Parganas.Place of Publication 6/2D/2A, Sapgachi 2nd Lane, C.N Roy Road,
Kolkata-700039. Editor- ASHIM DEBNATH. Phone : 9804186490. Email: samakaal.com@gmail.com